মুখোশ

দীপাঞ্জন পাল

এক

শরীরে এখনো ব্যাথা রয়েছে অনিতার। চোখের কাছে কালসিটে পড়ে গেছে মারের চোটে। কাল রাতে মেমসাহেব অনেক মেরেছে তাকে। যদিও এসব নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। গলাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। একগ্লাস জল নিয়ে খাবে এমন ক্ষমতা নেই তার এখন। কোনোরকমে শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলে রান্নাঘরে। মেমসাহেব ফিরে এসে যদি দেখে কাজ বাকি পড়ে আছে তাহলে আর রক্ষা নেই।

মা-বাবার চেহারা দেখার আগেই তারা এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে স্নেহ ভালোবাসা পায়নি সে। গঞ্জনা তার নিত্যসঙ্গী। কিন্তু এবাড়িতে আসার পর থেকে যন্ত্রণা বেড়েছে বই কমেনি। আগে ছিল শুধু পেটের জ্বালা, এখন তার সাথে জুটেছে পিঠের জ্বালা। কতই বা বয়স মেয়েটার। বছর বারো হবে খুব বেশি হলে। মনের মধ্যে যন্ত্রণা চেপে রেখে হাত চালায় অনিতা। বাসনকোসন ধুতে শুরু করে। পেটের ভেতরে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে কিন্তু খাবার জো নেই কিছু। মেমসাহেব আসার আগে কাজ শেষ করতে না পারলে যন্ত্রণার ক্ষত বাড়বে আরো।

দুই

লোকজনের ভীড় প্রচন্ড এখানে। লোকাল মন্ত্রীও আছেন উপস্থিত। শিশুনিকেতন এন.জি.ও আজ দশ বছর পূর্ণ করলো। এই এন.জি.ওর কর্ণধার অগ্নিমিত্রা রায় অত্যন্ত স্বনামধন্য একজন সমাজসেবিকা। মিসেস রায় নামেই তিনি সুপরিচিত। সরকারের উপরতলার অনেকের সাথেই তার ভালো যোগাযোগ আছে। তাই এই এন.জি.ওর জন্য সরকারী অনুদান পেতে খুব একটা অসুবিধা হয় না।

প্রবল করতালির মধ্য দিয়ে স্টেজে উঠলেন অগ্নিমিত্রা রায়। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে মাইকের সামনে গিয়ে বললেন- "আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমার এই চলার পথে আপনাদের সবার সহযোগিতা পেয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সর্বক্ষণ একজন অভিভাবকের মতো যেভাবে আমাদের পথ দেখিয়েছেন তার জন্য আমরা সকল কর্মীবৃন্দ উনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

তিনি আরো বলেন- 'আমাদের উদ্দেশ্য এই দেশের একটাও শিশু যাতে খালিপেটে না ঘুমোয়, কোনো শিশুকে যাতে সামাজিক শোষণ তথা অবহেলার শিকার হতে না হয়। শিশুশ্রম একটা দেশের সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি, আর আমরা সবাই এই অবক্ষয় রোধ করতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করে যাবো।'

প্রবল হাততালির মধ্য দিয়ে মিসেস রায়ের ভাষণ শেষ হলো। মন্ত্রী মহোদয় তার সামাজিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মিসেস রায়ের গলায় উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানান। প্রেস, মিডিয়া এই মুর্হূত ক্যামেরাবন্দী করে। প্রেসমিট সেরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাড়ি আসার জন্য গাড়িতে উঠে বসেন। ড্রাইভার জানালার কাঁচ তুলে দিয়ে এ.সি. অন করে। ধীরে ধীরে গাড়িটা সামনে এগোতে থাকে।

তিন

ঘরে ফিরেই সোফায় গা এলিয়ে দিলেন অগ্নিমিত্রা দেবী। ডিভোর্স অনেক আগেই হয়ে গেছে তার। একা মানুষ, এখন এন.জি.ও. ছাড়া আর কোনো ধ্যান জ্ঞান নেই। স্বামীর কোম্পানির ফোরটি পার্সেন্ট শেয়ার আইনত তার নামে। তাই টাকাপয়সার অভাব কখনই নেই।

'কোথায় গেলি রে, এতক্ষণ হলো এসেছি এক গ্লাস জল তো দিবি'- বিরক্তি ঝরে পড়ছে তার গলায়। কাঁপা কাঁপা হাতে জলের গ্লাস নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় অনিতা। কাল রাতের ঘটনার রেশ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে, সেটা তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

অনিতার দিকে তাকাতেই মেজাজটা খিঁচড়ে গেলো আবার মিসেস রায়ের। উঠে দাঁড়িয়ে সপাটে চড় মারলেন তার গালে। কাঁচের গ্লাস হাত থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অনিতাও ছিটকে পড়লো মেঝেতে। কাঁচের গুঁড়োয় হাত কেটে একেবারে রক্তারক্তি। প্রচন্ড যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে অনিতার।

'কতদিন তোকে বলেছি জল চাইলে খালি হাতে নয়, ট্রেতে করে নিয়ে আসবি। কথা কানে যায়না তোর ? ম্যানারলেস আনকাচার্ড গার্ল'- বলে নিজে নিজেই গজরাতে থাকেন মিসেস রায়।

অনিতা ধীরে ধীরে কাঁচের টুকরোগুলো তুলে উঠে চলে যায় সেখান থেকে। মেঝেতে রক্তের দাগ এখনো লেগে রয়েছে।

খুব ক্লান্ত লাগছে মিসেস রায়ের। সোফায় বসে টিভি অন করতেই দেখলেন নিউজ চ্যানেল জুড়ে তার এন.জি.ওর নিউজ। আজকের ঘটনার কভারেজ করেছে ওরা বেশ ভালোই করেই। অনিতা আবার আরেকটা গ্লাসে জল নিয়ে ট্রেতে করে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি তার দিকে ছুড়ে দিয়ে গ্লাস হাতে নিয়ে জল খেতে লাগলেন মিসেস রায়।

টিভিতে নিউজ চলছে- শিশুশ্রম বন্ধ করতে আর শিশু অধিকার রক্ষায় বিশিষ্টি সমাজসেবিকা অগ্নিমিত্রা রায়ের এই লড়াইয়ের জন্য কুর্নিশ জানাচ্ছেন সমাজের সুধীজন। নিউজের পাশাপাশি মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে প্রেসমিটের ক্লিপও দেখাচ্ছে চ্যানেলে।

জল খাওয়া শেষ হলে গ্লাস নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায় অনিতা।

* * *